দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 8 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

060

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক

আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দেশের আগামী দিনের নাগরিকদের সুশিক্ষা দানের সুযোগের অভাব। আশংকাজনক নকল প্রবণতা, শিক্ষাঙ্গনে সীমাহীন নৈরাজ্য এবং শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় আমাদের জাতীয় জীবনকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে অনেকেই যে কোন জাতীয় কার্যক্রমের সাফল্য লাভ সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক স্রষ্টা ডঃ ইউনুছ আহমদ প্রমাণ করেছেন যে সাধনা, আত্মবিশ্বাস, সুচিচ্তিত সিদ্ধান্ত ও দক্ষ কর্মী বাহিনী আমাদের এই সমস্যা সংকুল দেশেই এমন কিছু করতে পারে যা আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভব। দেশের অন্যান্য ব্যাংক যখন পর্যাপ্ত জামানত রেখেও ঋণ আদায়ে ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেই একই সময়ে ডঃ ইউনুছ আহমদ নিজের এবং কর্মী বাহিনীর ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে দরিদ্রতম লোকদেরকে জামানত বিহীন ঋণ দিয়েও শতকরা একশ' ভাগ ঋণ আদায়ে সমর্থ হয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের, শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজ এগিয়ে এলে শিক্ষাক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সরকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদেরও ভূমিকা রয়েছে। তবে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচীর নেতৃত্ব দিতে হবে শিক্ষক সমাজকে। কারণ শিক্ষক হচ্ছেন দেশের সর্বাধিক সচেতন মহল। শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ যদি মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পদোন্নতি, শ্রেণীতে উপস্থিত আচরণ প্রভৃতি ব্যাপারে মত বিনিময় করেন এবং যুগ্মভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তবে তাদের পাঠ বিমুখতা অবশ্যই হ্রাস পাবে। বর্তমানে অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। শিক্ষক অভিভাবক সহযোগিতার দ্বারা এই হার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। অবশ্য আমাদের দেশে সচেতন অভিভাবকের সংখ্যা খুবই কম। তাই শিক্ষকদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে— অভিভাকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে সেমিনারের ব্যবস্থা করা। অভিভাবকরা যখন দেখতে পারেন যে তাঁদের আয়ত্তাধীন শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকে না বা থাকলেও তার পাঠোন্নতি সন্তোষজনক নয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা শিক্ষার্থীর উপর সামাজিক চাপ প্রয়োগ করবেন বা তাকে উদ্বুধ করতে আরো অধিক সচেষ্ট হবেন। শিক্ষক ও অভিভাবক সম্প্রদায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে সরকারও কর্মমুখী ও ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি নিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন এতে সন্দেহ নেই। দেশের শিক্ষক সমাজকে এ ব্যাপারে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি অভিভাবককেও আরো সচেতন হতে হবে, শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের সন্তানকে বিদ্যায়তনে পাঠিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে কি করছে। অন্যথায় যে ভয়াবহ সংকট জাতিকে গ্রাস করবে তা থেকে কারোই রেহাই নেই। মনীষী রাসেলের ভাবী শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে আমাদের জাতীয় জীবনে তা বাস্তবায়িত হোক।

—মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ